তারিখ 18 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যায়যায়দিন

সরকারি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সাড়ে ১০ লাখ প্রার্থী

যায়যায়দিন রিপোর্ট

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ১০ লাখ ৪৫ হাজার ৯৩২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। সর্ববৃহৎ এ নিয়োগ পরীক্ষা ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের ৬১টি জেলায় (পার্বত্য তিন জেলা ব্যতীত) একযোগে এক হাজার ৪৮২টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। ৮০ নম্বরে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য সময় থাকবে এক ঘণ্টা ২০ মিনিট।

গত বছরের ৪ আগস্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ে নয় হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। শূন্য পদের বিপরীতে ১১ লাখ ১০ হাজার ২৯০ জন প্রার্থী আবেদন করে। তবে বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ৬৫ হাজার ৩৫৮ জন প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়। প্রতিটি পদের জন্য ১১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ নারী প্রার্থী এবং ২০ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীদের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আর ২০ শতাংশ নিয়োগ করা হবে পোষ্য কোটায় অর্থাৎ শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের।

মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের পদ কম বিধায় নিয়োগ, পরীক্ষায় ছেলেদের ক্ষেত্রে চাকরির প্রতিযোগিতা প্রতি পদের বিপরীতে ২০০'র ওপরে বলে জানা গেছে।

পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ জেলা শহরে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান এ চারটি বিষয়ে ৮০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক (এমসিকিউ) পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০ নম্বরের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থাপনা পাঁচ নম্বর, সংশ্লিষ্ট বিষয় জ্ঞানের ওপর ১০ নম্বর এবং একাডেমিক ফলাফলের ওপর পাঁচ নম্বর দেয়া হবে। একাডেমিক ফলাফলের নম্বর দেয়া হবে এসএসসির ফল বিবেচনায়। পরীক্ষা কমিটি গঠন করবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইতোমধ্যে বৈধ প্রার্থীদের নামে ডাকযোগে পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। কোনো বৈধপ্রার্থী প্রবেশপত্র না পেলে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত ছবির অনুরূপ দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবিসহ আবেদন করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি অফিস চলাকালে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের ৬১টি জেলায় একযোগে ১ হাজার ৪৮২টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) মো. ফসিহউল্লাহ বলেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ৬১টি জেলায় একযোগে এ পরীক্ষা হবে। যোগ্য প্রার্থীদের ইতোমধ্যে ডাকযোগে পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গত বছর ৪ আগস্ট এ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অধিদপ্তর। তিন পার্বত্য জেলায় এ নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছে না।

তিনি জানান, কোনো প্রার্থী প্রবেশপত্র না পেলে আবেদনপত্রের সঙ্গে দেয়া ছবির অনুরূপ দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবিসহ ২৩ ফেব্রুয়ারি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে আবেদন করে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।